IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ভারতের ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন

Supriti Roy

Research scholar, Department of Political science,

Seacom Skills University, Bolpur, India

সংক্ষিপ্তসারঃ

পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান দ্বারা পরিচালিত আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা পাবার পর প্রারম্ভিক সময়ে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা সম্পর্কে প্রচুর মত ও দ্বিমতের দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করেছি। তৎসত্ত্বেও আমরা ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারিতে একটি কার্যকরী সংবিধান পেয়েছি। তৎকালীন সময়ে ভারতীয় সংবিধান ৩৯৫টি ধারা এবং ৮টি তালিকার মাধ্যমে ২৫০ পাতার দ্বারা লিখিত ছিল। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সংবিধানে উল্লিখিত ৩৬৮নং ধারার দৌলতে সংবিধানের বার বার সংশধন সাধন করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের প্রথম সংশোধন সম্পাদিত হয় ১৯৫১ সালের জুন মাসে। এরপর বারংবার সংবিধান সংশোধন হতে হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১০৬ বার সংশোধন সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনীগুলির মধ্যে আমি ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন নিয়ে আলোচনা করব। এই সংশোধনটি ১৯৯৩ সালে সংঘটিত বা সম্পাদিত হয়েছে। এতে পঞ্চায়েতের গঠন, আসন সংরক্ষণ, পঞ্চায়েতের কার্যকাল, ক্ষমতা, ২৮০নং ধারার সংশোধন, একাদশ তফসিলের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদির কথা উল্লেখ আছে।

মূল শব্দঃ

সংবিধান, ভারতবর্ষ, সংশোধন, সম্পাদিত, পঞ্চায়েত, আসন, সংরক্ষণ, কার্যকাল, তফসিল, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সুযোগ-সুবিধা, প্রাধান্য, সংসদ, উত্থাপন, আইন, ধারা, রাজ্য, সরকার, পঞ্চায়েতিরাজ, গ্রাম, নির্দেশিকা, বিল, জন্যমাধ্যমে, সংযুক্ত, তপশিলী জাতি, উপজাতি, নির্বাচন, কমিশনার, অঞ্চলগুলি প্রভৃতি।

ভূমিকাঃ

বৃহত্তম সংবিধানের দেশ ভারতবর্ষে দেশের জনগণকে সব থেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দেশের জনগণের সুযোগ-সুবিধাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভারতের সংবিধান। গণপরিষদের দ্বারা ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর সংবিধানের প্রস্তাবনাটি গৃহীত হয় এবং তা কার্যকরী হয় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারিতে। প্রারম্ভিক মুহূর্তে অর্থাৎ সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় ৩৯৫টি ধারা, ২২টি অধ্যায় এবং ৮টি তফসিল ছিল; কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গতিশীলতার কারণে উক্ত সংবিধান একশোরও বেশি বার সংশোধিত হয়ে বর্তমানে ৪৬০ এর অধিক ধারা, ২৪টি অধ্যায় এবং ১২টি তফসিল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে। আমরা জানি "পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানই অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সংবিধান হল একটি গতিশীল দলিল। আর্থসামাজিক বিচারে সংশোধন সংবিধানের গতিশীলতা রক্ষা করে। সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। এইভাবে সংবিধান ও দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা বজায় থাকে।"[ক] আমাদের সংবিধান সংশোধনের প্রধান কারণ হল তার বৃহত্তর গঠন। জনগণের সুযোগ-সুবিধার প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে এই লিখিত ধারাগুলির সংযোগ এবং পুনর্গঠনের জন্য সংবিধান সংশোধন আইন প্রণীত হয়।

সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিঃ

সামগ্রিকভাবে কোন দেশকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করতে হলে উক্ত দেশের প্রচলিত সংবিধানকে প্রয়োজন অনুসারে সময়ে সময়ে সংশোধন করা আবশ্যিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি প্রয়োজনানুসারে বার বার নিজেদের সংবিধানকে সংশোধন করেছে। তবে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি সব দেশে ও সকল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সমান হয় না। দেশের পরিকাঠামো ও তৎকালীন সমাজের উপর নির্ভরকরে সেই দেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি। আমাদের দেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য উত্থাপিত বিল রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না, উহা শুধুমাত্র সংসদেই উত্থাপন করা যায়। সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল সংসদের যেকোনো কক্ষে উত্থাপন করা যায়। সরকার দ্বারা উত্থাপিত বিল এবং সাংসদ দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপিত বিল যথাক্রমে সরকারি বিল এবং বেসরকারি বিল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের সংবিধানের প্রত্যেক ভাগকে একই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না। গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন ভাগের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশের সংবিধান সংশোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে; যথা ৩৬৮নং ধারায় দুটি পদ্ধতি এবং ২-৮, ১০৫, ১০৬, ১৩৫, ১৪৮, ১৬৯, ৩২৭ প্রভৃতি ধারাগুলোর মধ্যে আরও একটি পদ্ধতি বিদ্যমান আছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারিতে সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সংবিধানটি মোট ১০৬ বার সংশোধন সাধিত হয়েছে। ঐসব সংশোধনগুলির মধ্যে ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনটি নিয়ে আমি আলোচনা করব।

৭৩-তম সংবিধান সংশোধন কি?

ভারতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সংবিধান মোট ১০৬ বার সংশোধন সাধিত হয়। সেই সংশোধন গুলির মধ্যে ১৯৯৩ সালের ২০শে এপ্রিল ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণীত হয়। এই আইনের দ্বারা ভারতের সর্বত্র পঞ্চায়েত গঠন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ২৪৩নং ধারার সঙ্গে 'ক' থেকে 'ণ' পর্যন্ত উপধারা সংযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্যের আইন সভাগুলির অনুমোদন পাবার পর ১৯৯৪ সালের ২৩শে এপ্রিল এই সংশোধনী আইন কার্যকরী হয়। এরপর ১৯৯৪ সালের ২৪শে এপ্রিল থেকে সারাদেশে এই আইন অনুযায়ী কাজ শুরু হয়।

৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের কারণঃ

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অধিকাংশ রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার প্রচলন শুরু করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য প্রধানত গ্রামীণ ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর হতে হয়। বর্তমানে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সংবিধানের ৪০নং ধারাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের প্রণেতাগণ সংবিধান রচনা করার সময় সংবিধানের কোথাও পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোন বিস্তারিত ধারণার প্রকাশ ঘটান নি। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৭ সালে 'বলবন্তরাই মেহতা কমিটি' ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলে থাকেন। ভারতের সংবিধানের এই পুরাতন বাঁচের পরিবর্তন সাধনের জন্য ও গ্রামীণ ব্যবস্থাকে আরোও সুন্দর করবার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। গ্রামে দীর্ঘকাল ধরেই পঞ্চায়েতি রাজ বিদ্যমান ছিল ঠিকই, কিন্তু নিয়মিত নির্বাচনের অনুপস্থিতি সহ আরো বেশ কয়েকটি কারণে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকর ও প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের সংস্থার মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে তপশিলীযুক্ত উপজাতি এবং মহিলা উন্নয়ন প্রকল্পর মতো বিভাগগুলির অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতার অপ্রতুল বিচ্যুতি ও আর্থিক সচ্ছলতার অভাব দেখা যায়। ৪০নং ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েতের গঠনের যে নির্দেশিকা আছে তাতে দেখা যায় যে, উক্ত নির্দেশিকাতে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার এবং প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য নিশ্চিত্ততা, ধারাবাহিকতা ও শক্তি প্রদানের জন্য কিছু নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্তিকরণ করার প্রয়োজন আছে। এইসব কারণের ফলস্বরূপ ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন আইন প্রণয়ণ।

৭৩-তম সংবিধান সংশোধন সাধনঃ

১৯৯৪ সালের ২৪শে এপ্রিলে সংবিধান সংশোধনী যে আইনটি কার্যকরী ভাবে সারাদেশে চালু হয় তা হল ভারতীয় সংবিধানের ৭৩-তম সংশোধন আইন। এই আইনটি ১৯৯৩ সালের ২০শে এপ্রিলে প্রণীত হয় এবং এই সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের অষ্টম অংশের পর নবম অংশের সংযুক্তিকরণ ঘটে। সংযুক্ত ঐ নতুন অংশে বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন পঞ্চায়েতের গঠন, পঞ্চায়েতের কার্যকাল, পঞ্চায়েতের আসন সংরক্ষণ, পঞ্চায়েত সদস্যদের অযোগ্যতা, পঞ্চায়েতের নির্বাচন, পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, পঞ্চায়েতের দায়িত্ব, পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব প্রভৃতি। এছাড়া সংবিধানের ২৮০নং ধারার সংশোধন এবং সংবিধানে ১১নং তফসিল নামে একটি নতুন তফসিল যুক্ত করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের অধীনস্থ ২৯টি বিষয়কে উক্ত তফসিলে আনায়ন করা হয়েছে। মূল সংবিধানের ২৪৩নং ধারায় পঞ্চায়েতের সঙ্ঘা উল্লেখ ছিল; ওই সংশোধনের পর ২৪৩নং ধারাতে ২৪৩(ক) থেকে ২৪৩ (ণ)নং উপধারাগুলি সংযুক্ত করা হয়। এই ধারা ও উপধারাগুলি নিচে আলোচনা করা হল।

ধারা ২৪৩: এই ধারাতে পঞ্চায়েতিরাজ-কে ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এখানে জেলা, গ্রাম সভা, মধ্যবর্তী স্তর, পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত এলাকা, জনসংখ্যা, গ্রাম প্রভৃতির ভালোভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ধারা ২৪৩(ক): রাজ্যের আইনসভা আইন দ্বারা ক্ষমতা ও কাজ সম্পাদন যেমন করতে পারে ঠিক তেমনি গ্রাম সভা এই ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ ও গ্রাম পর্যায়ের কাজ সম্পাদন করতে পারে।

ধারা ২৪৩(খ): এই ধারা অনুসারে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে, যথা - গ্রাম, মধ্যবর্তী এবং জেলাস্তরে পঞ্চায়েত। প্রত্যেক রাজ্যকে এই ধারা অনুসারে ঐ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে। কিন্তু যে রাজ্যের জনসংখ্যা ২০ লক্ষের কম সেই রাজ্যে মধ্যবর্তী পর্যায়ের পঞ্চায়েত গঠিত হতে পারবে না।

ধারা ২৪৩(গ): এই ধারা অনুসারে রাজ্য আইনসভা পঞ্চায়েতের গঠন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত অংশের প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের এলাকার আসন সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে সর্বত্র সমান রাখতে হবে।

ধারা ২৪৩(ঘ): এই ধারা অনুসারে "কোন পঞ্চায়েত স্তরে সভাপতির পদে তফসিল জাতি, তফসিল উপজাতি এবং মহিলাদের আসন সংরক্ষণের জন্য রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারবে।"[খ]

ধারা ২৪৩(ঙ): এই ধারাতে পঞ্চায়েতের কার্যকালের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাম সভার কার্যকালের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে পাঁচ বছরের আগেও পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়া যাবে।

ধারা ২৪৩(চ): এই ধারাতে পঞ্চায়েতের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন উল্লেখ নেই, কিংবা অন্যকোন যোগ্যতার কথাও বলা নেই। শুধুমাত্র সদস্যদের নানারকম অযোগ্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে; যেমন - পর পর তিনটি বৈঠকে উপস্থিত না হলে, কর না দিলে, ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হলে পঞ্চায়েতের সদস্যদের আর ঐ সদস্যপদ বহাল থাকবে না।

ধারা ২৪৩(ছ): এই ধারাতে পঞ্চায়েতিরাজের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বসমূহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই ধারা অনুসারে পঞ্চায়েত স্ব-সরকারের প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেদের কাজ করতে সক্ষম হয়। এই ধারাকে কেন্দ্র করে সংবিধানের ১১-তম তফসিলের সংযুক্তিকরণ ঘটে।

ধারা ২০৪(জ): এই ধারা অনুসারে একটি পঞ্চায়েত রাজ্য আইনসভা আইন অনুযায়ী কর বা শুল্ক আদায় ও কোন বিষয়ে কি পরিমান শুল্ক সংগ্রহ করা হবে তা নির্ণয় করতে পারবে। এইভাবে শুল্ক আদায় করে পঞ্চায়েত তার নিজস্ব তহবিল গঠন করতে পারে।

ধারা ২০৪(ঝ): এই ধারাতে পঞ্চায়েতের আর্থিক হিসাব পরীক্ষার জন্য অর্থ কমিশন গঠন করার নির্দেশিকা রয়েছে। পঞ্চায়েত তার আয়ের বন্টন কোথায়, কতটা এবং কিভাবে ব্যয় করবে তা এই অর্থ কমিশনের দ্বারা নির্ণীত করে থাকে।

ধারা ২৪৩(ঞ): এই ধারা অনুসারে কোনও রাজ্যের আইনসভার আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই হিসাবের নিরীক্ষণের বিষয়ে পঞ্চায়েত নিয়ম করতে পারে।
ধারা ২৪৩(ট): এই ধারাতে পঞ্চায়েতের নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। রাজের গভর্নর দ্বারা নির্বাচন কমিশনারের নিযুক্তি হয় এবং কমিশনারের নির্দেশনানুসারে পঞ্চায়েতের নির্বাচনের নির্বাচন প্রস্তুতির তদারকি, দিকনির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা প্রভৃতি সংঘটিত হয়।

ধারা ২৪০(ঠ): এই ধারাতে দেশের সমস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কি নিয়ম লাগু হবে তার নিয়মকানুন উল্লেখ রয়েছে।

ধারা ২৪০(ড): এই ধারা অনুসারে বেশ কয়েকটি অঞ্চলকে পঞ্চায়েতিরাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; যেমন নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মিজোরাম প্রভৃতি। এছাড়া মনিপুর রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চল গুলি জেলা পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল গুলি গোর্খা হিল কাউন্সিল কার্যকর হওয়ার জন্য যেকোনো আইনের অধীন হতে পারে।

ধারা ২৪৩(ঢ): এই ধারাতে পঞ্চায়েত সম্পর্কিত আইন কানুন বর্ণিত হয়েছে। বিদ্যমান আইন এবং পঞ্চায়েতগুলির ধারাবাহিকতা একটি উপযুক্ত আইনসভা অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংশোধন বা বাতিল না করা পর্যন্ত এক বছর অবধি পূর্বের নিয়মই বলবৎ থাকবে।

ধারা ২৪৩(ণ): এই ধারা অনুসারে পঞ্চায়েতিরাজ সম্পর্কে সংবিধানে যাই থাকুক না কেন নির্বাচনী বিষয়ে আদালত কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নির্বাচনী এলাকার সীমাবদ্ধতা ও আসন বণ্টন সংক্রান্ত কোনো আইনের বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্ন আদালতে তোলা যাবে না।

ধারা ২৮০: এই খারাতে অর্থ কমিশনের বিভিন্ন নিয়মাবলির নির্দেশনা রয়েছে। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের সময় এই ধারার ২৮০(৩)নং ভাগে একটি উপধারা ক ও খ এর পর 'খখ' এর সংযুক্তিকরণ ঘটানো হয়। অর্থাৎ ২৮০(৩)খখ-নং ধারার সৃষ্টি করা হয়। উহাতে উল্লেখিত হয় যে, রাজ্যের অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলির সম্পদের পরিপূরক করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের একত্রিত তহবিল বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১১-তম তফসিলঃ

১৯৯৩ সালে ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন সাধনকালে ধারা ২৪৩ এর উপধারা ২৪৩(ছ) এর বিশ্লেষণাত্মক উল্লেখগুলির জন্য দশম তফসিলের পর ১১-তম তফসিল তৈরি করা বা সংযুক্তিকরণ ঘটানো হয়। অতএব বলা যায় যে ১১-তম তফসিলটি ২৪৩(ছ)নং ধারাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উক্ত তফসিলে মোট ২৯টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সেই বিষয়গুলি হল যথাক্রমে - (১) কৃষি সম্প্রসারণ সহ কৃষি, (২) ভূমির উন্নতি, ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন, ভূমি একীকরণ এবং মাটি সংরক্ষণ, (৩) মাইনর সেচ, জল ব্যবস্থাপনা এবং জলাশয় উন্নয়ন, (৪) পশুপালন, ডাইরিং এবং হাঁস-মুরগি, (৫) ফিশারি, (৬) সামাজিক বনজ এবং খামার বনজ, (৭) গৌণ বন উৎপাদন, (৮) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সহ ছোট স্কেল শিল্প, (৯) খাদি, গ্রাম এবং কুটির শিল্প, (১০) পল্লী আবাসন, (১১) পানীয় জল, (১২) জ্বালানী এবং চরা, (১৩) রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ, ফেরি, নৌপথ এবং যোগাযোগের অন্যান্য উপায়, (১৪) বিদ্যুৎ বিতরণ সহ গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, (১৫) অপ্রচলিত শক্তির উৎস, (১৬) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, (১৭) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ শিক্ষা, (১৮) প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (১৯) প্রাপ্তবয়স্ক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, (২০) গ্রন্থাগার, (২১) সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, (২২) বাজার এবং মেলা, (২৩) হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং বিতরণকারী সহ স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, (২৪) পরিবার কল্যাণ, (২৫) মহিলা এবং শিশু বিকাশ, (২৬) প্রতিবন্ধী ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ সহ সমাজকল্যাণ, (২৭) দুর্বল বিভাগগুলির কল্যাণ, বিশেষত তপশিলীযুক্ত জাতি এবং উপজাতির, (২৮) পাবলিক বিতরণ ব্যবস্থা এবং (২৯) সম্প্রদায় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ।

৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের বৈশিষ্ট্যঃ

১) এই সংশোধনী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ করা। যদি কোন পঞ্চায়েত এলাকায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ তপশিলী জাতি এবং শতকরা ১০ ভাগ তপশিলী উপজাতি থাকে, তাহলে ওই পঞ্চায়েত এলাকায় পঞ্চায়েতি নির্বাচনে তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ও ১০ ভাগ আসন সংরক্ষিত হবে। ২) মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ হল অপর একটি বৈশিষ্ট্য যেটি এই সংশোধন আইন দ্বারা সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে তপশিলী জাতি ও উপজাতির মহিলাসহ মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তাইনয় এই ক্ষেত্রে আবর্তনশীলতার নিয়ম অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৩) ৭৩-তম সংবিধান সংশোধনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, রাজ্য সরকারের দ্বারা অর্থকমিশন গঠনের ক্ষমতা প্রদান। এই আইন অনুসারে রাজ্য সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সর্বোচ্চ

পাঁচজন, আইনবিশারদ, অর্থনীতিবিদ ও প্রশাসককে নিয়ে একটি অর্থ কমিশন গঠন করতে পারবে। এই অর্থ কমিশনের কাজ হল রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভাকে বিভিন্ন নীতির উপর নির্ভরকরে আর্থিক অনুদান প্রদান করা। ৪) রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষমতা অর্পণও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সমালোচনাঃ

এই সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রধানত পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার সংশোধন ও সংযুক্তি সাধন সম্পাদিত হয়েছে। সমালোচকরা এই পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন। তপশিলী জাতি ও উপজাতি শ্রেণীর মানুষদের পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে যোগদান করতে উৎসাহ প্রদান করার বিষয়ে সুনিদৃষ্ট উপায় বা পদ্ধতির কোন উল্লেখ করা হয়নি। বরং প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত নেতৃস্থানীয় প্রধান ব্যক্তিরা অনগ্রসর ও গরিব মানুষদের এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে, যাতে তারা নিজেরা লাভবান হতে পারে। ঐসব নেতৃত্বপ্রধান ব্যক্তিরা, এক কথায় সহজ ভাষায় চতুর নেতাগণ গ্রামের উন্নয়নের জায়গায় নিজেদের কার্যসিদ্ধিতে তৎপর থাকে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে উন্নয়নমূলক প্রশাসনের মধ্যে যে স্বচ্ছ যোগাযোগ দেখতে পাওয়ার কথা তা অস্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। পঞ্চায়েতে কর্মরত ব্যক্তিদের (যেমন প্রধান, উপপ্রধান ও নির্বাচিত অন্য সদস্য বা মেম্বাররা) সঙ্গে প্রশাসনের ব্যক্তিদের মধ্যে মতের মিল খুব কম পাওয়া যায়। এরফলে পঞ্চায়েতিরাজ ও সরকারি কার্যালয় পরিচালনার করার ক্ষেত্রে প্রশাসনের দুইরকম দায়িত্ব সমস্যার সৃষ্টি করে। সংবিধানে পঞ্চায়েতকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার ধারণাকে গ্রাম্য সমাজে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। নীতিগতভাবে বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির ক্ষমতা জেলা ও নিম্নতর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিস্তার করা হবে; কিন্তু বাস্তবে তা না করে কেন্দ্রীয় প্রকৃতির প্রকল্পগুলিকে বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাম্য এলাকার উন্নতিসাধনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। গ্রাম্য এলাকায় রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে এককভাবে কাজ করার অভাব দেখা যায়। এরফলে বিরোধী রাজনৈতিক ভাবাপন্ন গ্রামবাসীগণকে বিভিন্ন প্রতিহিংসার সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। যদিও বর্তমানে ইহা অনেকটা কম মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়, তবুও উহা বর্তমানে বিদ্যমান।

উপসংহারঃ

৭৩-তম সংবিধান সংশোধন বিষয়ে উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা জানি যে, এই সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের প্রত্যেকটি গ্রাম্য এলাকা বিপুল পরিমাণে উন্নতি সাধনে সামর্থ্য অর্জন করেছে। যদিও এই সংশোধনী আইন জম্মু-কাশ্মীর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং কয়েকটি রাজ্যের তপশিলীভুক্ত এলাকায় কার্যকর করা হয়নি, তথাপি দেশের গ্রাম্য অঞ্চলগুলির জন্য এই সংশোধনের হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংসদে বিল উত্থাপন করতে হয়, কিন্তু কখনো কখনো সমর্থনের অভাব ও সহমত গড়ে তোলার অক্ষমতার জন্য সংশোধন বিল প্রত্যাহার করা হয়। দেশের সুষম অর্থনীতিক, রাজনীতিক ও গ্রাম্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের কথা লক্ষ্য করে সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংশোধন আইনটি প্রণয়ন করার জন্য সমর্থন জানিয়েছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে ভারতের গ্রামগুলিতে সর্বাধিক উন্নতি ঘটানোর জন্য ১১-তম তপসিলের যে সংযুক্তিকরণ হয়েছে তাতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর উপর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা খুবই কার্যকর। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে গ্রামের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর সাব্যস্ত হয়েছে।

উদ্‌ধৃতঃ

[ক] ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, অনাদিকুমার মহাপাত্র, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা ৭৩, এপ্রিল - ২০০৪, পৃষ্ঠা নং ২০০।

(খ) ভারতের শাসনব্যবস্থার ভূমিকা, সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা - ০৯, অক্টোবর - ২০০০, পৃষ্ঠা নং ৭৬৮।

তথ্যসংগ্রহঃ

[2] https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution india seventy-third-amendment-act-1992.

প্রস্থালোচনাঃ

(১) চক্রবর্তী ও ঘোষ, অধ্যাপক সত্যসাধন ও অধ্যাপক নির্মল কান্তি, ভারতের শাসনব্যবস্থার ভূমিকা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা - ০৯, অক্টোবর, ২০০০।

(২) মহাপাত্র, ডঃ অনাদিকুমার, ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা -৭৩, এপ্রিল, ২০০৪।

(৩) সোম, ডঃ সুভাষচন্দ্র, ভারতের সংবিধান, সরকার ও রাজনীতি, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলেজ স্ট্রাট, কলকাতা - ৭৩, মার্চ, ২০১২।